যুগান্তর

FEB. 08 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৫ ... কলাম ... ৬ ...

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর

পাঠ্যপুস্তকে সন্ত্রাস

বিএনপি-জামায়াত সরকারের নির্দেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের ১৭টি পাঠ্য বইয়ে ইতিহাসের বদল করা হয়েছে। এসব বইয়ে স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে : প্রভিশনাল বাংলাদেশ সরকারের সশস্ত্র বাহিনীর সুপ্রিম কমান্ডার ও রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এসব উল্লেখের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের মর্যাদা, তথ্যের মর্যাদা যেমন নষ্ট করা হয়েছে, তেমনি জিয়াউর রহমানের একটি বিশেষ চরিত্র তৈরি হয়েছে।

বিএনপি-জামায়াত নির্মিত এই বিশেষ চরিত্রটি বিশ্লেষণ করা জরুরি ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষা করার জন্য। প্রথম প্রশ্ন : প্রভিশনাল বাংলাদেশ সরকার কবে, কোথায়, কখন গঠিত হয়েছে। দ্বিতীয় প্রশ্ন : বাঙালি সেনাবাহিনী কিংবা সেনাবাহিনীর কোন অংশ জিয়াউর রহমানকে কবে, কোথায়, কখন সুপ্রিম কমান্ডার ও রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে নিয়োগ করেছে। তৃতীয় প্রশ্ন : রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে আওয়ামী লীগ, ভাসানী ন্যাপ, মোজাফফর ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি জিয়াউর রহমানকে কবে, কোথায়, কখন সুপ্রিম কমান্ডার ও রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে নিয়োগ করেছে। চতুর্থ প্রশ্ন : ২৫ মার্চ থেকে ১৪ এপ্রিল, এই সময়কালের মধ্যে যুদ্ধরত সেনাবাহিনীর বিভিন্ন অংশ ও যুদ্ধরত বিভিন্ন রাজনৈতিক দল জিয়াউর রহমানের সুপ্রিম কমান্ডার ও রাষ্ট্রপতি হিসাবে ঘোষণা কেন স্বীকার করেনি। পঞ্চম প্রশ্ন : পাকিস্তান সরকার এবং পৃথিবীর অন্যান্য সরকার জিয়াউর রহমানের সুপ্রিম কমান্ডার ও রাষ্ট্রপতি হিসাবে ঘোষণা সম্বন্ধে কেন কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেনি। ষষ্ঠ প্রশ্ন : ২৭ মার্চ ও ৩০ মার্চ বেতার কেন্দ্র থেকে জিয়াউর রহমান কেন দুটি স্ববিরোধী ঘোষণা প্রচার করেন। সপ্তম প্রশ্ন : ২৭ মার্চ কেন জিয়াউর রহমান নিজেকে রাষ্ট্রপতি ও সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ কমান্ডার হিসাবে ঘোষণা করেন। ৩০ মার্চ কেন জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ কমান্ডার হিসাবে ঘোষণা করেন। অষ্টম প্রশ্ন : মুজিবনগর বাংলাদেশ সরকার কেন জিয়াউর রহমানের ঘোষণা স্বীকার করেনি এবং কেন জিয়াউর রহমানকে একজন সেক্টর কমান্ডার হিসাবে নিয়োগ করে। নবম প্রশ্ন : সেক্টর কমান্ডার হিসাবে নিয়োগ কেন জিয়াউর রহমান (যিনি নিজেকে সুপ্রিম কমান্ডার ও রাষ্ট্রপতি হিসাবে বর্ণনা করেছেন) প্রত্যাখ্যান করেননি। দশম প্রশ্ন : কেন জিয়াউর রহমান বাংলাদেশ সরকারের আনুগত্য স্বীকার করে দেশ শত্রুমুক্ত ও স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত সেক্টরের কমান্ডার হিসাবে কাজ করেন। একাদশ প্রশ্ন : মুজিবনগর সরকারের ধারাবাহিকতায় ঢাকার বাংলাদেশ সরকার কেন জিয়াউর রহমানকে সেনাবাহিনীর ডেপুটি চিফ হিসাবে নিয়োগ করে। দ্বাদশ প্রশ্ন : কেন জিয়াউর রহমান ডেপুটি চিফ হিসাবে নিয়োগ প্রত্যাখ্যান করেননি। ত্রয়োদশ প্রশ্ন : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের হত্যার পর ডেপুটি চিফ হিসাবে জিয়াউর রহমানের প্রতিক্রিয়া কেন অদ্ভুত, নিরুত্তাপ ও শীতল। চতুর্দশ প্রশ্ন : জিয়াউর রহমানের রাজত্বকালে জিয়াউর রহমান প্রণীত ও সাপ্তাহিক বিচিত্রায় প্রকাশিত প্রবন্ধে কেন জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা সম্বন্ধে নীরব থেকেছেন।

পাঠ্য বইয়ে বিএনপি-জামায়াত সরকারের নির্দেশনায় সংশোধনের ফলে দীর্ঘমেয়াদে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিএনপি, সবচেয়ে লাভবান হয়েছে জামায়াত এবং বিএনপি-জামায়াত জোট নিজেদের হাতে নিধন করেছে জিয়াউর রহমানকে। সংশোধনীর মাধ্যমে নির্মিত জিয়াউর রহমান বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে প্রমাণিত হয় জিয়াউর রহমান মানুষটা সুবিধার নন। তিনি নিজেকে প্রমাণিত করেন সুবিধাবাদী এবং সুবিধাবাদী অবস্থান থেকে তিনি তার কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছেন। চরিত্রের এই নির্মাণ খালেদা কি পছন্দ করবেন? ইতিহাসকে অমর্যাদা করলেও চাটুকারদের দিয়ে ইতিহাস প্রণয়ন করলে, সংখ্যাগরিষ্ঠতার গর্জনে তথ্যের ক্ষেত্রে হাত দিলে এই-ই হয়। স্কুলের শিক্ষার্থীরা এসব বই পড়ে শিখবে ইতিহাস হচ্ছে তথ্যের হাত সাফাই, সত্য বলে কোন কিছু নেই, গায়ের জোরে সব কিছু আত্মসাৎ করা যায়। কিন্তু এই আত্মসাৎ স্বল্পকালীন।

আরও যা শিখবে তা সাংঘাতিক। তা হচ্ছে- ক্ষমতা হচ্ছে আত্মসাতের বিষয়, ক্ষমতার কোন সাংবিধানিক বৈধতা নেই, মিথ্যা প্রচার হচ্ছে ক্ষমতার ভিত্তি। এসব পাঠ্য বই পড়ে ভবিষ্যতের কোন জেনারেল যদি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে মহান পূর্বসুরির এই পথ অনুসরণযোগ্য, ক্ষমতা দখল করার বিষয়, তাহলে কি হবে! ইতিহাসের বিচার ও ইতিহাসের প্রতিশোধ মারাত্মক : এই সামান্য কথাগুলো বিএনপি-জামায়াত সরকার যেন ভুলে না যায়। ক্রমওয়েলের রিপাবলিক্যান আর্মি ক্রমওয়েলকেও ইতিহাসের বিচারের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেনি। পাঠ্য বই নির্মিত জিয়াউর রহমান কি নিজেকে উদ্ধার করতে পারবেন শেষ পর্যন্ত ইতিহাসের বিচার থেকে?